বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭

১৪২৩-১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা- ১০০০
ফ্যাক্সঃ ০২-৪১০৩০০৪৯, ওয়েবসাইটঃ www.ntrca.gov.bd
ই-মেইলঃ ntrca2005@yahoo.com

এ.এম.এম. আজহার
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
এনটিআরসিএ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মুখবন্ধ

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এবং শিক্ষকগণ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম মূল কান্ডারি বিধায় জাতি গঠনে শিক্ষকগণের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষকগণের শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হওয়ায়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত না করা গেলে দেশের শিক্ষার প্রসার ঘটলেও সার্বিক শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষাপটে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকার ২০০৫ সালের ১নং আইনের অধীন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) গঠন করে।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষকমান নির্ধারণ, যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান, নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রশিক্ষণ প্রদান এ কর্তৃপক্ষের কর্ম অধিক্ষেত্রের আওতাভুক্ত। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মূলতঃ জাতীয়ভাবে বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আয়োজনের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হতে আগ্রহী প্রার্থীদের নিবন্ধন সনদ প্রদানের দায়িত্ব পালন করতো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উক্ত নিবন্ধন সনদধারীদের মধ্য হতে শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। সম্প্রতি সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের এন্ট্রি লেভেলে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থী সুপারিশের দায়িত্ব এ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করেছে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মত দেশব্যাপী ১২,৬১৯ জন আগ্রহী প্রার্থীর মেধাভিত্তিক তালিকা তৈরি করে শূন্য পদে চাহিদা রয়েছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে প্রেরণ করেছে। দেশের শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে এটি অধিকতর ইতিবাচক ফলাফল আনয়নে সহায়ক হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করছি।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫-এর ১৭(১) ধারার বিধানমতে এনটিআরসিএ প্রতিবছর সম্পাদিত কর্মকান্ড সমন্বয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে উপস্থাপন করে থাকে। প্রতিবেদনে কর্তৃপক্ষের ভিশন, মিশন, সংশ্লিষ্ট বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদির প্রতিফলন থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরের প্রতিবেদনেও এনটিআরসিএ সৃষ্টির পর থেকে এ যাবৎ গৃহীত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফলের বিস্তারিত তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান এবং শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ বিষয়ক কার্যক্রমের তথ্য, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধনীসহ) ও পরবর্তীতে জারিকৃত পরিপত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্টদের উপকারে আসবে। এ প্রতিষ্ঠান আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ প্রণয়নে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

এ.এম.এম. আজহার
মার্চ, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১
২.	কর্তৃপক্ষের ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য	২
৩.	কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ও দায়িত্ব	৩
৪.	কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র	৪
৫.	নির্বাহী বোর্ড	৪
৬.	এনটিআরসিএ কর্তৃক এ যাবৎ গৃহীত নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহের ফলাফল	৪
৭.	২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাহী বোর্ড সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ	৫
৮.	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৭ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি	৬
৯.	কর্তৃপক্ষের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী	৭
১০.	অন্যান্য কার্যক্রম	৮
১১.	কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৮
১২.	উপসংহার	৯
১৩.	পরিশিষ্টসমূহঃ	
	ক. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫	
	খ. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধনীসহ)	
	গ. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে অনুসরণীয় পদ্ধতি সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.১২.২০১৫ তারিখের পরিপত্র	

১. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

ভূমিকা:

জাতিকে জ্ঞানের জ্যোতিতে উজ্জ্বল করতে হলে প্রয়োজন যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক। দেশের শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার ২০০৫ সালের ১নং আইনের অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। সময়ের প্রয়োজনে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সঠিক জ্ঞান ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষক নির্বাচন করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল নিম্নরূপ:

পদের নাম	পদের বিবরণ	বর্তমান জনবল
চেয়ারম্যান	সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা/বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজের একজন প্রথিতযশা এবং প্রবীণ অধ্যাপক (প্রেষণে)	অতিরিক্ত সচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সচিব	সরাসরি নিয়োগ/সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা (প্রেষণে)	যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
পরিচালক	পদোন্নতির মাধ্যমে/সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা (প্রেষণে)	যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে, উপসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সিস্টেম এনালিস্ট	০১ (এক) জন (সরাসরি নিয়োগ)	০১ (এক) জন
উপপরিচালক	সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা ০২ (দুই) জন (প্রেষণে), সহকারী পরিচালক থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ০২ (দুই) জন	০১ (এক) জন অধ্যাপক, ০৩ (তিন) জন সহযোগী অধ্যাপকসহ মোট ০৪ (চার) জন প্রেষণে
সহকারী পরিচালক	০৯ (নয়) (সরাসরি নিয়োগ)	০৮ (আট) জন {সহযোগী অধ্যাপক ০২ (দুই) জন, সহকারী অধ্যাপক ০১ (এক) জন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ০১ (এক) জন মোট ০৪ (চার) জন প্রেষণে, সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন}
সহকারী প্রোগ্রামার	০১ (এক) (সরাসরি নিয়োগ)	শূন্য
পি.এ	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন	শূন্য
কম্পিউটার অপারেটর	সরাসরি নিয়োগ ০৩ (তিন) জন	০২ (দুই) জন
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	সরাসরি নিয়োগ ০৮ (আট) জন	০৫ (পাঁচ) জন
হিসাবরক্ষক	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য
অডিটর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য
ক্যাশিয়ার	সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য
অফিস সহকারী-কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	সরাসরি নিয়োগ ১৩ (তের) জন	০৭ (সাত) জন
স্টোর কিপার	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য
প্রকাশনা সহকারী	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য
ইলেকট্রিশিয়ান	সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য

পদের নাম	পদের বিবরণ	বর্তমান জনবল
ফটোকপি মেশিন অপারেটর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য
রিসিপশনিস্ট	সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
লাইব্রেরি সহকারী	সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য
ড্রাইভার	সরাসরি নিয়োগ ০৫ (পাঁচ) জন	০৪ (চার) জন
ডেসপাচ রাইডার	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০২ (দুই) জন	শূন্য
অফিস সহায়ক	সরাসরি নিয়োগ ১৪ (চৌদ্দ) জন	০৮ (আট) জন
নিরাপত্তা প্রহরী	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ০৩ (তিন) জন	০৩ (তিন) জন
মালী	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ০২ (দুই) জন	০২ (দুই) জন
মোট জনবল	**৮৭ (সাতাশি) জন**	**৫৪ (চুয়ান্ন) জন (ইহা ব্যতীত ০৩ (তিন) জন সহকারী পরিচালক পর্যায়ে কর্মকর্তা সংযুক্ত হিসেবে কর্মরত আছেন। গাড়িচালক হিসেবে ০৪ (চার) জন দৈনিক হাজিরাভিত্তিক জনবল নিয়োজিত আছেন)।**

২. এনটিআরসিএ-এর ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য:

ক. ভিশন:

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

খ. মিশন:

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক প্রার্থী বাছাই নিশ্চিতকরণ।

গ. উদ্দেশ্য:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দান;
- বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রতিযোগিতামূলক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান;
- মেধার ভিত্তিতে নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক-প্রার্থীগণের তালিকা/পুল প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য মেধার ভিত্তিতে সুপারিশকরণ;
- এনটিআরসিএ আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের মান উন্নয়ন ও নিবন্ধন প্রদান;
- কর্মরত প্রধান শিক্ষকগণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাকরণ এবং নিবন্ধন প্রদান ;
- শিক্ষক মান উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত শিক্ষকমান (Teachers' Standard) নির্ধারণ; এবং
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে মেধার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানের সার্বিক উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

৩. কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ও দায়িত্ব:

ক. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ;
- শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ;
- জাতীয়ভাবে শিক্ষকমান নির্ধারণ, যোগ্যতা নিরূপণ এবং এতদসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের সুবিধার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধনকরণ ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান;
- শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও দ্বি-নকল সনদ প্রদান ইত্যাদি খাতে ফি আদায়;
- শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ দান;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান যাচাই ও শিক্ষাগত পেশায় অন্তর্ভুক্তি;
- এই আইন বলবৎ হবার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- উপর্যুক্ত কার্যাবলি এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন ;
- বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন; এবং
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

খ. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্ব নিম্নরূপ:

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫ (অংশ)-১০৮১ তারিখ ৩০/১২/২০১৫ এর মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষকে প্রথমবারের মত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে মেধাভিত্তিতে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থী সুপারিশের দায়িত্ব প্রদান করা হয়;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২২/১০/২০১৫ তারিখের (প্রজ্ঞাপনে জারিকৃত সংশোধিত বিধিমালা অনুসরণে আলোচ্য বছরে প্রথম বারের মতো) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধনী) বিধি ৯-এর উপবিধি (২) এর (খ) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ, এলাকা, বিষয় ও পদ-ভিত্তিক নিরুপিত শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত এবং বিধি ৮ এর উপবিধি (১) এর (গ) এর মাধ্যমে শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র নিম্নরূপ:

দেশের সকল বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাধ্যমিক সংযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমপর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভোকেশনাল, টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল ও সংযুক্ত এবতেদায়ী দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসাসমূহ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রভুক্ত।

৫. নির্বাহী বোর্ড:

এনটিআরসিএ-এর নির্বাহী বোর্ডের গঠন নিম্নরূপঃ

ক.	চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ (পদাধিকার বলে)	-	চেয়ারম্যান
খ.	সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ (পদাধিকার বলে)	-	সদস্য
গ.	সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ (পদাধিকার বলে)	-	সদস্য
ঘ.	সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ (পদাধিকার বলে)	-	সদস্য
ঙ.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকার বলে)	-	সদস্য
চ.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকার বলে)	-	সদস্য
ছ.	মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর* (পদাধিকার বলে)	-	সদস্য
জ.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (পদাধিকার বলে)	-	সদস্য
ঝ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদের নীচে নয়)	-	সদস্য
ঞ.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদের নীচে নয়)	-	সদস্য
ট.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপক (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
ঠ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যাপক (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য

* শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে অন্তর্ভুক্ত।

৬. এনটিআরসিএ কর্তৃক গৃহীত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহের ফলাফল:

পরীক্ষা	কেন্দ্র	বিষয়	মোট আবেদনকারী	মোট অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণের হার	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার	সনদ বিতরণ কার্যালয়
১ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০০৫	৬	২৩	৭৬,১৮৫	৫৯,০০০	৭৭.৫%	৩৩,৭৮৮	৫৭.২৭%	শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে
২য় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০০৬	৬	১১২	১,৩১,৭৫৯	৯৯,৮০৭	৭৫.৭৫%	২২,৩১৮	২২.৩৬%	এনটিআরসিএ কার্যালয়, ঢাকা
৩য় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০০৭	২৪	১১৯	১,১৩,৯৭৫	৮৩,৮৯৯	৭৩.৬১%	১৬,০২০	১৯.০৯%	জেলা শিক্ষা অফিস
৪র্থ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০০৮	২০	৭৮	১,২৭,০৭৪	৯৬,০২৭	৭৫.৫৮%	৩১.,০৯৩	৩২.৩৮%	জেলা শিক্ষা অফিস

পরীক্ষা	কেন্দ্র	বিষয়	মোট আবেদনকারী	মোট অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণের হার	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার	সনদ বিতরণ কার্যালয়
৫ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০০৯	২০	৭১	১,৪১,০৮২	১,০২,৩৪৮	৭৬.৬০%	৩৯,২২৫	৩৮.৩৩%	জেলা শিক্ষা অফিস
বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	০৭	০৪	৭,৭৬৪	৬,৯৩৬	৮৯.৩৪%	১,৩৯৫	২০.১১%	এনটিআরসিএ কার্যালয়, ঢাকা
৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	২০	৭৮	২,৮৩,৩১৪	২,২০,৫১৭	৭৭.৮৩%	৪২,৬৪১	১৯.৩৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
৭ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১১	২০	৮০	৩,২১,৩০১	২,৫৯,১১৪	৮০.৬৪%	৫৭,২০৩	২২.৪৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
৮ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১২	২০	৮০	৩,১৩,১৪৫	২,৪৮,০০১	৭৯.২০%	৫৬,০৪৬	২২.৫৯%	জেলা শিক্ষা অফিস
৯ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৩	২০	৮০	৩,১৪,৮৮৭	২,৪২,৪৫১	৭৬.৯৯%	৭৫,৮৯৮	৩১.৩০%	জেলা শিক্ষা অফিস
১০ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮০	৪,৪১,৯৭৯	৩,৫৬,৯৬২	৮০.৭৬%	১,১৩,২৯৭	৩১.৭৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
১১তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮২	৪,৪১,০৭৭	৩,৫৭,৪৭২	৮১.০৪%	৫১,৪০৫	১৪.৩৮%	জেলা শিক্ষা অফিস
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৫ (প্রিলিমিনারি)	২০	০৪	৫,৩২,৫২২	৪,৮০,৬৭০	৯০.২৬%	৭৫,৯৮৯	১৫.৮১%	প্রযোজ্য নয়
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা,২০১৫(লিখিত)	৭	৮২	৬৯,৪৮৫	৬০,৮২৯	৮৭.৬১%	৪৭,০৩৯	৭৭.৩৩%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৬ (প্রিলিমিনারি)	২০	০৪	৬,০২,০৩৩	৫,২৭,৭৫৭	৮৭.৬৬%	১,৪৭,২৬২	২৭.৯০%	প্রযোজ্য নয়
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা,২০১৬(লিখিত)	০৮	৭৭	১,৪৭,২৬২	১,২৭,৬৬৪	৮৬.৬৯%	১৮,৯৭৩	১৪.৮৩%	প্রযোজ্য নয়
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা,২০১৬(মৌখিক)	-	৭৭	১৮,৯৭৩	১৮,০০৯	৯৪.৯২%	১৭,২৫৪	৯৫.৮১%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা,২০১৭(প্রিলিমিনারি)	২০	৮২	৯,২৩,৫৫৪	৮,০৬,৬৫০	৮৭.৩৪%	২,০৯,৮৭৫	২৬.০২%	প্রযোজ্য নয়
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা,২০১৭(লিখিত)	২০	৮২	২,০৯,৮৭৫	১,৬৬,৩২১	৭৯.২৫%	ফলাফল প্রক্রিয়াধীন		

৭. ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাহী বোর্ড সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

ক. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন সনদে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর অন্তর্ভুক্ত করার নিমিত্ত সনদের ফরমেট পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া গ্রহণ করে সনদের সংশোধিত ফরমেট অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

খ. এনটিআরসিএ'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ায় নিস্পত্তি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা/পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে;

গ. এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়েরকৃত মামলা/রিটসমূহ পরিচালনাকারী Legal Advisor-কে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে এনটিআরসিএ'র পক্ষ হতে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করতে হবে;

ঘ. এনটিআরসিএ হতে নিয়োগের সুপারিশ পাওয়ার পরেও প্রার্থীগণ যে সকল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে পারেনি বা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, সে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য এনটিআরসিএ'র নির্বাহী বোর্ডসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ-কে সে সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

ঙ. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর আওতায় শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করতে হবে;

চ. ত্রয়োদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার পর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের দ্বিতীয় চক্র আরম্ভ করতে হবে। জেলা শিক্ষা অফিসারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শূন্য পদের তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করতে হবে;

ছ. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে জারিকৃত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ সালের পরিপত্র নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫ (অংশ)-১০৮২ এ বর্ণিত পদ্ধতিটি বিধিমালায় রূপান্তরের উদ্যোগ নিতে হবে। একইভাবে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সুপার এবং সহকারী সুপার পদে নিয়োগের বিষয়টিও উক্ত বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন;

জ. এনটিআরসিএ'র বিদ্যমান পরীক্ষা বিধিমালা "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত)" এর প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রস্তাবের খসড়াটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

ঝ. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স সীমা সর্বোচ্চ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছর নির্ধারণ করতে হবে;

ঞ. মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে মামলা চলমান থাকায় আপাতত সনদের মেয়াদ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তবে এ সংক্রান্ত মামলায় এনটিআরসিএ'র বক্তব্য যথাযথভাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ট. সমসাময়িক চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৭ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:

১. যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবস পালন এবং বিজয় দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন;

২. এনটিআরসিএ বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনের রুজুকৃত রিট মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন উপদেষ্টা ও প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ;

3. রিট মামলাসমূহ নিষ্পত্তি কার্যক্রম দ্রুত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ ও মাননীয় অ্যাটর্নী জেনারেল কার্যালয়ে যোগাযোগ করে এনটিআরসিএ তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন, বিধি ও পরিপত্রের বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছে, এমন মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন দাখিল;

৪. মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সমগ্র দেশের বেসরকারি শিক্ষকদের শূন্য পদের তথ্য সংগ্রহ;

৫. বিগত ২৫ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ;

৬. বিগত ০৮ ও ০৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ;

৭. ৩১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে চতুর্দশ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ;

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে আলোচনা সভা আয়োজন;

৯. জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় আমন্ত্রণক্রমে যোগদান;

১০. জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এনটিআরসিএ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান;

১১. এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন;

১২. বিভিন্ন সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জিজ্ঞাসা/অনুরোধের প্রেক্ষিতে নিবন্ধন সনদসমূহের যথার্থতা যাচাই;

১৩. ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ;

১৪. ২০১৭ সালের দুটি গ্রুপে বৈদেশিক শিক্ষা সফরের আয়োজন;

১৫. ২০১৮ সালের ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার প্রকাশ;

১৬. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন;

১৭. ইনোভেশন টীম গঠন ও সভা অনুষ্ঠান;

১৮. NTSC গঠনের প্রাথমিক কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান;

১৯. এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ।

৯. কর্তৃপক্ষের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী:

(টাকায়)

খাতওয়ারী বিবরণ	আয়	খাতওয়ারি বিবরণ	ব্যয়
স্থিতি	২৭,১১,৫১,১৩৭.৫৮	কর্মকর্তাদের বেতন	১৬,৩১,৫,৬৪৪.৫০
ব্যাংক আমানতের সুদ বাবদ	৫৫,৪৯,৭৪৫.৪৯	কর্মচারীদের বেতন	৪০,৯৮,২১৭.৮০
শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফিস বাবদ (অনলাইনে টাকা জমা) এবং e-Application ও e-Requisition বাবদ	১৮,৫০,৩৩,৩৮৮.০০	ভাতাদি	১৪,২৩,০৩৬৯.৬৪
সরকারি যানবাহন ব্যবহার বাবদ	১৯,১৮৯.৪০		
দ্বি নকল সার্টিফিকেট ফি বাবদ	২১,৮০০.০০	সেবা ও সরবরাহ	৫১,৮৩,৭৬৮৩.৭০
দরপত্র বিক্রয়	-	মেরামত ও সংরক্ষণ	১১,৯৪,০১২.৮০
অকেজো ও অব্যবহৃত প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র বিক্রয় বাবদ	৭৫,৫৫৪.০০	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	৬,৭৩,৬৪৬.২৭
সরকারি অনুদান বাবদ	১০,০০,০০০.০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	৫৮,৩৫,৭৯৩.০০
টিকিউআই সেফ থেকে তেল, গ্যাস ও মেরামত বাবদ	-	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	-
বিবিধ	১,৩১,১৯৭.০০	মোট=	৯,৪১,৮৫,৩৬৭.৭১
আয়	১৯,১৮,৩০,৮৭৩.৮৯	ব্যাংকে বিনিয়োগ	৩০,০০,০০,০০০.০০
সর্বমোট আয় =	৪৬,২৯,৮২,০১১.৪৭	সর্বমোট=	৩৯,৪১,৮৫,৩৬৭.৭১

১০. অন্যান্য কার্যক্রম:

ক. প্রত্যয়নপত্র বিতরণ:

এনটিআরসিএ'র ১ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০০৫-এ উত্তীর্ণদের প্রত্যয়নপত্র বিতরণ শুরু হয় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে। ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত ২য় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রত্যয়নপত্র ও বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১০ (কেবলমাত্র সংযুক্ত মাদরাসার এবতেদায়ী শাখার জন্য প্রযোজ্য) এর প্রত্যয়নপত্র এনটিআরসিএ দপ্তর থেকে সরাসরি বিতরণ করা হয়। ৪র্থ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রত্যয়নপত্র আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানার জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক বিতরণ করা হয়। ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম পরীক্ষার প্রত্যয়নপত্র আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানার জেলা শিক্ষা অফিস হতে বিতরণ করা হয়।

খ. বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর ১৭(১) ধারার বিধানমতে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি সম্পর্কিত ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হয়।

গ. অনলাইনে কার্যক্রম সংক্রান্ত:

Teletalk Bangladesh Ltd.-এর সঙ্গে বিদ্যমান চুক্তির আওতায় নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ এর ফিস গ্রহণ এবং মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ ইত্যাদি সকল কাজে অনলাইন ও SMS পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

১১. কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১. এনটিআরসিএ'র সাথে সারাদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নেটওয়ার্ক স্থাপন;

২. পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট পুরাতন ২০টি জেলার জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিসার ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন;

৩. ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালুকরণ;

৪. প্রয়োজন অনুসারে নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস হালনাগাদকরণ;

৫. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পন্নকরণ;

৬. এনটিআরসিএ'র স্থায়ী অফিস স্থাপন;

৭. এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে এবং বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮. এ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পদ সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ, শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থাকরণ;

৯. এনটিআরসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণ;

১০. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাফল্যের সাথে সম্পাদন।

১২. উপসংহার:

শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের অংশ হিসেবে এনটিআরসিএ'র অধিক্ষেত্রভুক্ত সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধিকতর যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদানের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতি বছর অন্ততঃ একটি পরীক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষক হতে আগ্রহী বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছয় লক্ষ চার হাজার ছয়শত বাইশ জন প্রার্থীকে এ পর্যন্ত প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়েছে। শুরুতে পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়ার কাজটি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হলেও ক্রমান্বয়ে এনটিআরসিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম এনটিআরসিএ নিজস্ব জনবল দ্বারাই সম্পন্ন করে থাকে। অতীতের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দুর্বলতা অতিক্রম করে বর্তমানে পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনে নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার অন্যতম নীতিগত একটি সিদ্ধান্ত এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য অনলাইন এ প্রার্থী বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নের দায়িত্ব এনটিআরসিএ কে প্রদান করা হয়েছে। এ নতুন দায়িত্বও এনটিআরসিএ স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। আগামীতে এনটিআরসিএ'র উপর অর্পিত দায়িত্বাবলি আরো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং পরামর্শ আন্তরিকভাবে কাম্য।

পরিশিষ্ট-'ক'
রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ৩রা ফাল্গুন, ১৪১১/১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩রা ফাল্গুন, ১৪১১ মোতাবেক ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ

২০০৫ সনের ১ নং আইন
বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদানের লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**–(১) এই আইন বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) ''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ;

মূল্যঃ টাকা ৩.০০

(খ) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(গ) ''তহবিল'' অর্থ কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(ঘ) ''নির্বাহী বোর্ড'' অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ড;

(ঙ) ''নিবন্ধন'' অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মানের ভিত্তিতে শিক্ষক হিসাবে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগলাভে আগ্রহী শিক্ষকদের নিবন্ধন;

(চ) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ছ) ''প্রত্যয়ন'' অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মানের ভিত্তিতে শিক্ষক হিসাবে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ও নিয়োগলাভে আগ্রহী শিক্ষকদের প্রত্যয়ন প্রদান;

(জ) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঝ) ''বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' অর্থ– শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন–

(অ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল;

(আ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড বা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত–

(১) বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল;

(২) বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ; এবং

(৩) বেসরকারী কলেজ;

(ই) বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড বা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত–

(১) বেসরকারী ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট/টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ;

(২) বেসরকারী পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট;

(৩) ভোকেশনাল/টেকনিক্যাল কোর্স পরিচালনাকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং

(৪) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(ঈ) বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত–

(১) বেসরকারী দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসা; এবং

(২) বেসরকারী সংযুক্ত এবতেদায়ী দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসা;

(উ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বীকৃতপ্রাপ্ত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কলেজ;

(ঞ) ''শিক্ষক'' অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক;

(ক) ''সদস্য'' অর্থ নির্বাহী বোর্ডের সদস্য; চেয়ারম্যানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন; এবং

(খ) ''সার্বক্ষণিক সদস্য'' অর্থ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক সদস্য।

৩। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।**–(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।**–(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **কর্তৃপক্ষের পরিচালনা, ইত্যাদি।**–(১) কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি নির্বাহী বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে নির্বাহী বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) নির্বাহী বোর্ড ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৬। **নির্বাহী বোর্ড গঠন।**– (১) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে নির্বাহী বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ–

(ক) চেয়ারম্যান, (পদাধিকার বলে);

(খ) সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), (পদাধিকার বলে);

(গ) সদস্য (মূল্যায়ন/পরীক্ষা প্রত্যয়ন), (পদাধিকার বলে);

(ঘ) সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব/শিক্ষামান), (পদাধিকার বলে);

(ঙ) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, (পদাধিকার বলে);

(চ) মহাপরিচালক, কারিগরী শিক্ষা অধিপ্তর, (পদাধিকার বলে);

(ছ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, (পদাধিকার বলে);

(জ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের একজন অধ্যাপক; এবং

(ট) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যাপক।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক সদস্য হইবেন এবং তাঁহারা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হইবেন এবং তাঁহাদের চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

৭। নির্বাহী বোর্ডের সভা।–(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাহী বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পরিবে।

(২) নির্বাহী বোর্ডের সকল সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে নির্বাহী বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান নির্বাহী বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে নির্বাহী বোর্ডের কোন সদস্য জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) নির্বাহী বোর্ডের অন্যান্য পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতিতে উহার সভায় কোরাম হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় ও নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে নির্বাহী বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী।– কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ;

(খ) শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ;

(গ) জাতীয়ভাবে শিক্ষক-মান নির্ধারণ, যোগ্যতা নিরূপণ এবং এতদসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের সুবিধার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন;

(ঙ) শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও সনদ ইত্যাদি খাতে ফি নির্ধারণ ও আদায়;

(চ) শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ দান;

(ছ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান যাচাই ও শিক্ষাগত পেশায় অন্তর্ভুক্তি;

(জ) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এম,পি,ও-ভুক্ত বেসরকারী শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(ঝ) উপর্যুক্ত কার্যাবলী এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুসংগিক কার্যাবলী সম্পাদন করা;

(ঞ) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন; এবং

(ট) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৯। কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দেশের সকল বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাধ্যমিক সংযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমপর্যায়ের কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভোকেশনাল, টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ও দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল ও সংযুক্ত এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসাসমূহ এবং সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রভুক্ত হইবে।

১০। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের তালিকা প্রণয়ন, ইত্যাদি।- (১) কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত শিক্ষকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত না হইলে কোন ব্যক্তি কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এ আইন বলবৎ হইবার পূর্বে পাঠদানে অনুমতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১১। চেয়ারম্যান।–(১) কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন, যিনি নির্বাহী বোর্ডেরও চেয়ারম্যান হইবেন এবং নির্বাহী বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারী কলেজের একজন প্রথিতযশা এবং প্রবীণ অধ্যাপক চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী হইবেন; এবং এই আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে, নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত কার্যাবলী সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে, কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।–(১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একজন সচিবসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ কোন সচিব, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে না।

(২) কর্তৃপক্ষের সচিব, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি এবং তাঁহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। কমিটি।- কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুস্পষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৪। কর্তৃপক্ষের তহবিল।–(১) কর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) সরকারের অনুমোদনসহ কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঙ) কর্তৃপক্ষের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;
(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত নিবন্ধন ফি, প্রত্যয়ন ফি ও অন্যান্য ফি এবং আয়; এবং
(ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) কর্তৃপক্ষের তহবিল বা উহার অংশ বিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৩) উক্ত তহবিলে জমাকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিল ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

(৪) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল রক্ষণ ও উহার অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

১৫। বাজেট।–কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৬। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।–(১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার এবং ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিলদস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, কর্তৃপক্ষের সচিব বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৭। প্রতিবেদন।—(১) চেয়ারম্যান প্রতি বৎসর ৩০শে মার্চ-এ বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(২) সরকার প্রয়োজন মত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৮। ঋণ গ্রহণ।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯। চুক্তি।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

২০। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।— এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, কর্তৃপক্ষ, চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, কর্তৃপক্ষের সচিব বা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ড. মোঃ ওমর ফারুক খান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট-'খ'

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ৩০,২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ শ্রাবণ ১৪১৩/৩০ জুলাই ২০০৬

*এস আর, ও নং ১৮৯-আইন/২০০৬।--বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।- এই বিধিমালা বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) ''আইন'' অর্থ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১ নং আইন);

(খ) ''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ;

(গ) ''ডিগ্রী'' বা ''ডিপ্লোমা'' বা ''সার্টিফিকেট'' অর্থ ক্ষেত্রমত স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেট;

*
- ~~১৭ জুলাই ২০১২-এর প্রজ্ঞাপন নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১১.০০২.১০-৭৪১;~~
- ২০ মে ২০১৩-এর প্রজ্ঞাপন নং ৩৭.০০.০০০০.০১৭.১১.০০২.১০-৫১৮ এবং
- ২২ অক্টোবর ২০১৫ এস.আর.ও.নং ৩০৯-আইন/২০১৫-এর সংশোধনীসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রণীত সংস্করণ।

(ঘ) ''তফসিল'' অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোযিত তফসিল;

(ঙ) পরীক্ষা অর্থ আইনের ধারা ৮ এর দফা (ঘ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গৃহীত পরীক্ষা ;

(চ) ''পদ'' অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(ছ) ''প্রত্যয়নপত্র'' অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগের যোগ্যতা নির্দেশক প্রত্যয়নপত্র;

(জ) ''প্রয়োজনীয় যোগ্যতা'' অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত যোগ্যতা ;

(ঝ) ''প্রার্থী'' অর্থ প্রত্যয়নপত্র লাভের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু কোন ব্যক্তি;

(ঞ) ''ফরম'' অর্থ এই বিধিমালার চতুর্থ তফসিলের সহিত সংযোজিত কোন ফরম;

(ট) ''স্বীকৃত ইনস্টিটিউট'' বা ''স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান'' অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান ;

(ঠ) ''স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়'' অর্থ আপাতত বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ড) ''স্বীকৃত বোর্ড '' অর্থ আপাতত বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন বোর্ডও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(ঢ) '' শিক্ষক'' অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ।

(ণ) ''এলাকা'' অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, জেলার অধিক্ষেত্র অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এলাকা হিসাবে চিহ্নিত উহার কোন প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র।

৩। শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ।--

(১) শিক্ষক হিসাবে নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য প্রার্থীদের যোগ্যতা নিরূপণ ও এতদ্বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ প্রতি পঞ্জিকা বর্ষে অন্তত একবার পরীক্ষা গ্রহণ করিবে।

(২) ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর এবং প্রয়োজনবোধে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য স্থানে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে ।

(৩) শিক্ষক হিসাবে নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য প্রতিটি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক বা রচনামূলক অথবা নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্নের সমন্বয়ে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) পরীক্ষা গ্রহণের অন্যূন ষাট দিন পূর্বে পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কিত বিস্তারিত সময়সূচী এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত দুইটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনটিআরসিএ এর ওয়েবসাইটে প্রচার করিতে হইবে।

(৫) উপবিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর প্রথমবার পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপ- বিধি (৪) এ উল্লিখিত ষাট দিনের কম সময় পূর্বেও পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা যাইবে।

(৬) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ, কর্তৃপক্ষের অধীনে গঠিত সিলেবাস প্রণয়ন/ হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশক্রমে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার মোট নম্বর, শিক্ষার ধারা ও স্তর (Stream and Level)-ভিত্তিক পরীক্ষার বিষয়সমূহ, পরীক্ষার অংশ (আবশ্যিক, ঐচ্ছিক), সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ণমান, বিষয়বস্তু (Content), প্রশ্নপত্রের মান (Standard), রূপরেখা, ধারা, মানবন্টন/নম্বর বিন্যাস ইত্যাদি সম্বলিত যথোপযুক্ত পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন, উন্নয়ন ও হালনাগাদ করিতে পারিবে।

৩ক। শুন্যপদের সংখ্যা নিরূপণ।--

(১) কর্তৃপক্ষ, প্রতি বৎসর নভেম্বর মাসের মধ্যে, জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে জেলাধীন সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পদ ও বিষয়-ভিত্তিক শুন্য পদের তালিকা সংগ্রহ করিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তালিকা প্রনয়ণ করিয়া অক্টোবর মাসের মধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) জেলা শিক্ষা অফিসার উক্ত তালিকার সঠিকতা যাচাইক্রমে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে প্রেরণ করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত তালিকার ভিত্তিতে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে।

৪। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলী।—

কোন প্রার্থী এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না , যদি --

(ক) তিনি যে পদে নিবন্ধিত হইতে ইচ্ছুক, সেই পদের জন্য তাহার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকে;

(খ) তিনি বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা বাংলাদেশের ডসিমাইল না হন;

(গ) তিনি এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন;

(ঘ) তিনি কোন সরকারি বা বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরি হইতে বরখাস্ত হইয়া থাকেন এবং উক্ত বরখাস্তের তারিখ হইতে ২(দুই) বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(ঙ) তিনি কোন ফৌজদারি আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলজনিত কারণে যে কোন মেয়াদে কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইয়া থাকেন;

(চ) তিনি উক্ত পদের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসসহ যথাযথ ফরমে আবেদন না করেন বা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল না করেন; এবং

(ছ) তিনি কোন সরকারি বা বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকাকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন পত্র দাখিল না করেন ।

৫। আবেদনপত্র দাখিল, পরীক্ষার ফিস ইত্যাদি ।--

(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত আবেদনপত্র দাখিলের জন্য জারীকৃত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে এবং নির্দেশনায় উল্লিখিত সময়ের পরে প্রাপ্ত সকল আবেদন বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

(২) একজন প্রার্থীকে, তিনি দ্বিতীয় তফসিলের কলাম (২)এ উল্লিখিত যে পদের জন্য নিবন্ধিত হইতে ইচ্ছুক আবেদন পত্রে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিধারিত পদ্ধতিতে (ম্যানুয়েল/অনলাইন) প্রথম তফসিলে উল্লিখিত ফিস এর বিনিময়ে রশিদ/প্রমাণপত্র গ্রহণের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে। তবে প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ফিস এর খাত ও টাকার পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ফরম -১ অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদনপত্র ফরম ক্রয় করিতে হইবে এবং আবেদনপত্র ফরমের কোন ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হইবে না। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে আবেদন ফরম এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করিতে পারিবে।

(৫) আবেদনপত্রের সহিত নিম্নলিখিত কাগজাদি সংযোজন করিতে হইবে,

যথাঃ--

(ক) প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত প্রার্থীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি;

(খ) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলর অথবা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত কপি অথবা National ID Card-এর সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ এবং নম্বরপত্রের কপি; এবং

(ঘ) কর্তৃপক্ষের অনুকূলে, প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পরিশোধিত অর্থের রসিদ অথবা কোন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার অথবা অর্থ পরিশোধের অন্য কোন প্রমাণপত্র।

৬) কোন আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকিলে কিংবা আবেদনপত্রের সহিত উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত কাগজপত্র সংযোজিত না থাকিলে কর্তৃপক্ষ উহা বাতিল করিতে পারিবে।

৭) আবেদনপত্র দাখিল ও বাছাই, প্রবেশপত্র তৈরি ও বিতরণ, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল তৈরি, নিবন্ধন, প্রত্যয়নপত্র বিতরণ ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ তাহার শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পরিচালন ব্যবস্থা, নিবন্ধন, প্রত্যয়ন ও শিক্ষকপুল/ডাটাবেজ তৈরিসহ কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় যুগোপযোগী আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে পারিবে।

৬। আবেদনপত্র বাছাই।-- বিধি ৫ এ উল্লিখিত আবেদনপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর বিধি ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র বাছাই করিয়া বৈধ আবেদনপত্রগুলি চতুর্থ তফসিলের ২ এ উল্লিখিত রেজিস্টারে/ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

৭। প্রবেশপত্র।-- (১) কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণের তারিখের যুক্তিসঙ্গত সময়ের পূর্বে বিধি ৬-এ উল্লিখিত রেজিস্টার/ ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত/সংরক্ষিত বৈধ প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রার্থীর রোল নম্বর, পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ-সম্বলিত প্রবেশপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

৮। পরীক্ষার বিষয়সমূহ।--

(১) (ক) এই বিধিমালার অধীন তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত আবশ্যিক বিষয়সমূহে Multiple Choice Question (MCQ)

পদ্ধতিতে প্রার্থীদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মাঠ পর্যায়ের চাহিদাসহ অন্য কোন সুনির্দিষ্ট এবং যৌক্তিক কারণে, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে,

তৃতীয় তফসিলে উল্লেখ নাই এমন বিষয়েরও পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে;

(খ) প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত স্ব স্ব ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে;

(গ) কর্তৃপক্ষ ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবে;

(ঘ) সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের উপযুক্ততা নির্ধারণ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) তৃতীয় তফসিলের প্রথম অংশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সকল প্রর্থীর জন্য আবশ্যিক বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে। আবশ্যিক বিষয়সমূহের পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক বা রচনামূলক অথবা নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্নের সমন্বয়ে গ্রহণ করা যাইবে।

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভুল উত্তরের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিতমতে নম্বর কর্তনযোগ্য হইবে।

(৩) দ্বিতীয় তফসিলের জুনিয়র শিক্ষক, ইবতেদায়ী প্রধান, জুনিয়র মৌলবি ও ইবতেদায়ী ক্বারী পদসমূহের জন্য ক্ষেত্রমত, ফাজিল, আলিম বা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রার্থীর পদের সহিত সংশ্লেষ রহিয়াছে এমন বিষয় বা বিষয়সমূহে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে ।

(৪) উপ-বিধি(৩) এ উল্লিখিত পদসমূহ ব্যতীত দ্বিতীয় তফসিলের--

(ক) কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিকোত্তর/উচ্চ মাধ্যমিক কারিগরি/ ভোকেশনাল/ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন মহাবিদ্যালয়, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার কোন পদের জন্য একজন প্রার্থী তৃতীয় তফসিলের দ্বিতীয় অংশের দফা (অ) তে উল্লিখিত বিষয়সমূহ হইতে তাঁহার প্রার্থিত পদসংশিষ্ট একটি বিষয় নির্বাচন করিবেন এবং আবেদনপত্রে তাহা উল্লেখ করিবেন।

(খ) মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসা, ভোকেশনাল/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন পদের জন্য একজন প্রার্থী তৃতীয় তফসিলের দ্বিতীয় অংশের দফা (আ) তে উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্য হইতে স্নাতক স্তরে তাহার পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল, পদ সংশ্লিষ্ট এমন একটি বিষয় নির্বাচন করিবেন এবং আবেদনপত্রে তাহা উল্লেখ করিবেন;

(গ) দাখিল স্তরের কোন পদের জন্য একজন প্রার্থী তৃতীয় তফসিলের দ্বিতীয় অংশের দফা (আ) তে উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্য হইতে ক্রমিক নং ২২, ২৩ ও ২৪ এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ ফাজিল স্তরে তাহার পাঠ্যসূচীভূক্ত ছিল, পদসংশ্লিষ্ট এমন একটি বিষয় নির্বাচন করিবেন এবং আবেদনপত্রে তাহা উল্লেখ করিবেন; এবং

(ঘ) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন পদের জন্য একজন প্রার্থী তৃতীয় তফসিলের দ্বিতীয় অংশের দফা (ই) তে উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে হইতে তাঁহার পদসংশ্লিষ্ট একটি বিষয় নির্বাচন করিবেন এবং আবেদনপত্রে তাহা উল্লেখ করিবেন।

(৫) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, সকল প্রকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত বিষয়সমূহের পৃথক পৃথক সিলেবাস ও নম্বর নির্ধারণ করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ, পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পরীক্ষার সিলেবাস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি সরবরাহের (ম্যানুয়েল/অনলাইন) ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৯। উত্তরপত্র ও ফলাফল, ইত্যাদি ।--

(১) উত্তরদানের সাধারণ ভাষা হইবে বাংলা, তবে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনে কোন প্রার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিতে পারিবে;

(১)(ক) প্রতিবন্ধী কোন প্রার্থী নিজে লিখিতে অপারগ হইলে তাহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজ্যমতে তাহাকে স্ক্রাইব (Scribe) এর সহযোগিতায় পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিতে পারিবে;

(২) (ক) প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাশের নম্বর হইবে শতকরা ৪০ (চল্লিশ);

(খ) কর্তৃপক্ষ, এলাকা, বিষয় ও পদ-ভিত্তিক নিরূপিত শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করিবে;

(গ) লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের উপজেলা, জেলা এবং জাতীয়-ভিত্তিক মেধাক্রম অনুসারে ফলাফলের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থী লিখিত এবং মৌখিক -উভয় ক্ষেত্রে পৃথকভাবে অন্যূন শতকরা ৪০ (চল্লিশ) নম্বর না পাইলে তিনি কোন মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির যোগ্য হইবেন না;

(ঘ) উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধা-ভিত্তিক মূল তালিকা ব্যতীত শুন্য পদের সংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ প্রার্থী সমন্বয়ে অপেক্ষমান তালিকা করা যাইবে এবং মৃত্যু, চাকুরী ত্যাগ, অনিচ্ছুক প্রার্থী বা অন্য কোন কারণে পদ শুন্য হইলে উক্ত তালিকা হইতে শিক্ষক নিয়োগ করা যাইবে;

(ঙ) নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত মেধা তালিকা অনুসরণযোগ্য হইবে।

(৩) (ক) কর্তৃপক্ষ, বিধি ৮-এ বর্ণিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষা গ্রহণের ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে প্রকাশ করিবে, তবে অনিবার্য পরিস্থিতিতে এই সময়সীমা আরও ১০ (দশ) দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবে;

(খ) ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষা গ্রহণের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হইবে, তবে অনিবার্য পরিস্থিতিতে এই সময়সীমা আরও ১৫ (পনের) দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবে;

(গ) মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হইবে।

(৪)(ক) পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(খ) প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পুননিরীক্ষণ বা পুনপরীক্ষণের কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না এবং এতদসংক্রান্ত কোন তথ্য প্রার্থী বা তাহার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হইবে না;

(গ) সকল পরীক্ষায় কৃতকার্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এনটিআরসিএ'র সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(৫) পরীক্ষার উত্তরপত্র ফলাফল প্রকাশের তারিখ হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী অনুর্ধ ৬(ছয়) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হইবে।

১০। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাথী নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পত্র প্রদান।--

(১) বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী পরীক্ষার ফল প্রকাশের অনধিক ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ফরম-৩ অনুযায়ী শিক্ষক নিবন্ধন রেজিস্টারে বা ডাটাবেজে নিবন্ধন করিবে এবং ফরম- ৪ অনুযায়ী ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য প্রার্থীকে কোন ফি প্রদান করিতে হইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৪) কোন প্রার্থীর প্রত্যয়নপত্র হারাইয়া/পুড়িয়া গেলে বা অন্য কোনভাবে বিনষ্ট হইলে নিকটস্থ থানায় আবেদনকারীর দায়েরকৃত জেনারেল ডায়েরি (জিডি)-র কপি ও ছবিসহ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে প্রার্থীর অনুকূলে ডুপ্লিকেট প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ করিতে পারিবে।

১১। শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন।-- কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন পদে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

১২। মিথ্যা তথ্য প্রদান ইত্যাদির দন্ড।--

(১) যদি কোন প্রার্থী তাঁহার আবেদনপত্রে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন কিংবা কোন তথ্য গোপন করেন কিংবা তাঁহার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা জাতীয়তা সনদ বা বয়স সম্পর্কিত সনদ বা অন্য কোন কাগজপত্র বা সনদের জাল কপি

দাখিল করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরীক্ষা বাতিল করা হইবে এবং পরবর্তী কোন পরীক্ষায়ও তাঁহাকে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না, অধিকন্তু তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যক্রমও গ্রহণ করা যাইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র প্রদানের পর কোন প্রার্থী সম্পর্কে উপ-বিধি (১) এর অধীন ভিন্নরূপ কোন তথ্য বা অভিযোগ পাওয়া গেলে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে তাঁহার নিবন্ধন বাতিল করিয়া প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার করা হইবে এবং তিনি কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাইয়া থাকিলে উক্ত নিয়োগ বাতিল হইয়া যাইবে, নিয়োগলাভের কারণে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধাদি ফেরতযোগ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যক্রমও গ্রহণ করা যাইবে। কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের নামে জাল প্রত্যয়নপত্র সৃষ্টি করিলে এবং উহা ব্যবহার করিয়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধেও একইরূপ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

প্রথম তফসিল

(বিধি-৫ ও ১০ দ্রষ্টব্য)

****

****

****

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সচিব

পরিশিষ্ট-'গ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫ (অংশ)-১০৮১

তারিখঃ ১৬ পৌষ ১৪২২ বঙ্গাব্দ / ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে অনুসরণীয় পদ্ধতি।

সরকার এস.আর.ও. নং- ৩০৯-আইন/২০১৫, তারিখঃ ২১ অক্টোবর, ২০১৫ এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ (২০০৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬-এর অধিকতর সংশোধন করেছে। এ প্রেক্ষিতে এন.টি.আর.সি.এ'র বিদ্যামান আইন ও বিধির সাথে সংগতি রেখে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০১/০১/১৯৮২ তারিখের ০১ (বিজ্ঞপ্তি)-ম/০১/১৪০০-ম নম্বর বিজ্ঞপ্তিসহ ইতোপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের জারিকৃত অন্যান্য সকল পরিপত্র/বিজ্ঞপ্তি/নীতিমালা/নির্দেশনা/স্মারক ইত্যাদি-তে বর্ণিত পদ্ধতি বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলোঃ

১.০. প্রযোজ্যতাঃ বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে অনুসরণীয় এ পদ্ধতি কেবল প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের (Entry Level) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান বা সহকারী প্রধানসহ যে সব শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে সে সব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে না।

২.০. প্রত্যেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি -গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে পরবর্তী পঞ্জিকা বছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়োগযোগ্য পদের একটি চাহিদাপত্র উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

২.১. উপজেলা-থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রাপ্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা একীভূত করে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে একটি সংকলিত/সমন্বিত চাহিদাপত্র জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

২.২. জেলা শিক্ষা অফিসার উক্ত চাহিদাসমূহ একীভূত করে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে জেলার একটি সংকলিত/সমন্বিত চাহিদাপত্র (Hard copy ও Soft Copy) এন.টি.আর.সি.এ-তে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৩.০. এন.টি.আর.সি.এ. প্রতিবছর প্রার্থী বাছাই সংক্রান্ত সকল পরীক্ষা গ্রহণ করে প্রাপ্ত চাহিদা অনুযায়ী পদ/বিষয়ভিত্তিক জাতীয়বিভাগ-জেলা-উপজেলা-থানাওয়ারী মেধাক্রম প্রণয়ন করে ফলাফল ঘোষণা করবে।

৪.০. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের (Entry Level) শিক্ষক নিয়োগের লক্ষে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের ন্যূনতম ০২ (দুই) মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোতে সরকার নির্ধারিত কোটার প্রাপ্যতা উল্লেখপূর্বক এন.টি.আর.সি.এ.-তে অধিযাচনপত্র প্রেরণ করবেন। এন.টি.আর,সি.এ. উক্ত অধিযাচনপত্রের ভিত্তিতে www.ntrca.gov.bd- ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে এবং নিবন্ধিত প্রার্থীবৃন্দ অন-লাইনে আবেদন করবেন।

৫.০. এন.টি.আর.সি.এ. অন-লাইনে আবেদন প্রাপ্তির চাহিদা ও মেধাক্রম অনুযায়ী প্রার্থীদের অবহিত রেখে নিয়োগযোগ্য প্রতিটি পদের বিপরীতে ০১ জন করে প্রার্থীর নাম অধিযাচনকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে এবং সে অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ক্ষেত্রমত ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি নির্বাচিত প্রার্থী বরাবর ০১ (এক) মাসের মধ্যে নিয়োগপত্র জারি করবে।

৬.০. এন.টি.আর.সি.এ. কর্তৃক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলার মেধাতালিকা অগ্রাধিকার পাবে। উপজেলায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে জেলা মেধাতালিকা এবং তা-ও না পাওয়া গেলে বিভাগীয় মেধা তালিকাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অগ্রাধিকারযোগ্য উপজেলা হতে বিভাগীয় মেধাতালিকা পর্যন্ত যোগ্য প্রার্থী না থাকলে জাতীয় মেধাতালিকা বিবেচনা করা হবে। তবে,

৬.১ বিভাগীয় সদর এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন। অগ্রাধিকারযোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে পরবর্তী কোন অগ্রাধিকার বিবেচ্য হবে না- জাতীয় মেধা তালিকা অনুসারে নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৬.২ রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হবে না-জাতীয় মেধাতালিকা অনুসারে নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৭.০. কর্মরত কোন শিক্ষক যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেতে আবেদন করেন তবে তাকেও অপরাপর আবেদনকারীদের একইরূপ মেধাক্রমের ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে।

৮.০. ইতোঃপূর্বে নিবন্ধিত মেধাতালিকা বহির্ভূত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদে উল্লেখিত ঐচ্ছিক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

৯.০. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)-কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা বোর্ডসমূহসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আইন-বিধি-প্রবিধি ইত্যাদি-তে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের লক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ, প্রার্থী বাছাই ও নিয়োগ বিষয়ে বর্ণিত কোন বিধান যদি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ ও বর্তমান পরিপত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে উক্ত বিধানসম্বলিত আইন-বিধি-প্রবিধি সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ পরিপত্র জারির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

১০.০. গত ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে জারিকৃত ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫ (অংশ)- ৯৪২ নং পরিপত্রটি এ সাথে বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষরিত/
৩০.১২.২০১৫
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব